প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
দলীয় সদস্য বাছাই প্রক্রিয়া

কেন আমরা দলীয় সদস্য বাছাইয়ের গুরুত্বের কথা বলছি। কারণ এনজিওদের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্ভর করে বাছাইকৃত দলীয় সদস্যের উপর। দলের বা সমিতির বাইরে এনজিওদের কাজ খুবই সীমিত। তাই একজন ভালো সদস্য কর্মীর সম্পদ এবং যথারীতি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ। কেন না কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন ও সফলতা নির্ভর করে ভালো সদস্যের উপর। এ কারণেই সদস্যদেরকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে সমিতিভুক্ত করার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান সময়ে এনজিওদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঋণ প্রাপ্তিটা অনেক সদস্যের নিকট সহজলভ্য হওয়ায় সামর্থ্যের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করছে। পরবর্তীতে ঋণের টাকা সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে না পেরে পারিবারিক বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার একটি সময় কিস্তি সঠিকভাবে ফেরত দিতে পারে না। একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেয়ার কারণে যখন কিস্তি দিতে পারে না তখন ভিটে-বাড়ি এবং স্বল্প পুঁজির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ফলে ঋণ প্রদানকারী একাধিক এনজিওর পক্ষে ঐ সকল সদস্যদের নিকট থেকে ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় না। সঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পারফরমেন্স খারাপ হওয়ায় তাদের চাকুরির ঝুকি বেড়ে যায়। উল্লেখিত বিষয়টি আজ সকল এনজিওদের নিয়মিত বিষয় হওয়ায় সকল এনজিওদের এ বিষয়ে সজাগ হওয়া উচিত এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ওভারলেপিং বন্ধ করা এখন সময়ের দাবী। তা না হলে সকল এনজিওই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়াও যে বিষয়গুলো সদস্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে দেখতে হবে তা নিম্নরূপ-

- সদস্য এলাকায় স্থায়ী না অস্থায়ী। অস্থায়ী হলে কত বছর যাবত এ এলাকায় আছেন। যেখানে আছেন তাদের নিকট থেকে সদস্য সম্পর্কে বিশদ জেনে নেয়া। স্থায়ী ঠিকানা জেনে নেয়া এবং তার পিতামাতার সাথে কথা বলে সদস্য সম্পর্কে তথ্য নেয়া।
- সদস্যের আর্থিক অবস্থা এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব জানা।
- সদস্যের আচার-আচরণ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।
- সদস্য মাদকাসক্ত কিনা।
- সদস্য শারীরিকভাবে অসুস্থ কিনা এবং দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত কিনা।
- সদস্যের কর্মসংস্থানের ধরন অথবা পেশার ধরন। কত বছর যাবত এই পেশায় নিয়োজিত।
- সদস্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ।
- সদস্য অন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং সদস্যের কর্মদক্ষতার সাথে ঋণের বিনিয়োগের মিল আছে কিনা।
- সদস্যের সাথে তার পিতামাতা/শ্বশুর-শ্বাশুরীর সম্পর্ক কেমন।
- সদস্য পূর্বে কোন প্রকার প্রতারণামূলক কাজ করছে কিনা।
- সদস্যের নামে কোন প্রকার মামলা- মোকদ্দমা আছে কিনা।
- সদস্যের নৈতিক চরিত্র খারাপ কিনা এবং একাধিক বিবাহ করেছেন কিনা।
- যাদের স্বামী প্রবাসী তাদের পিতামাতা, শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং স্বামীর সাথে যোগাযোগ করে নেয়া।

রচনায়:
এ.কে.এম কামরুজ্জামান
পরিচালক (এমসিএসএস)
প্রশিকা।